এবং আবার

"তাঁকে দোষী বলে স্থির করা হয়েছে কারণ জগতে **আলো** এসেছে, কিন্তু মানুষের কাজ মন্দ বলে মানুষ আলোর চেয়ে অন্ধকারকে বেশী ভালবেসেছে" (যোহন ৩:১৯)।

অনুরোধ

প্রায় ৩০০০ বছর আগে যে ঋষিরা গায়ত্রী মন্ত্রটি লিখেছিলেন, তাঁরা সেই "পাপ-ধ্বংসকারী আলো"-কে পেতে চেয়েছিলেন। তাঁরা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে সঠিকদিকে পরিচালিত করার জন্য। সেই ঋষিরা ঠিক যেরকমটি আকাংখা করেছিলেন, সেভাবে আমি সেই "পাপ-ধ্বংসকারী আলো"-কে পেয়েছি। ঈশ্বর আমার জ্ঞান-বুদ্ধিকে যীশুর দিকে পরিচালিত করেছিলেন। যখন আমি যীশুর বিষয়ে শুনেছিলাম, তখন আমি তাঁর উপর বিশ্বাস করেছিলাম এবং তাঁর কাছ থেকে সেই "পাপ-ধ্বংসকারী আলো" পেয়েছিলাম। এখন ঈশ্বরের সাথে আমার মিলন হয়েছে এবং তিনি সঠিক দিকে আমার জ্ঞান-বুদ্ধিকে পরিচালিত করেছেন। আপনিও যীশুকে গ্রহণ করতে পারেন। এখনই

আপনার জীবনে সেই "পাপ-ধ্বংসকারী আলো"-র অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন এবং ঈশ্বরের সাথে আপনার মিলন হতে পারে। তাই যে "পাপ-ধ্বংসকারী আলো" শুধুমাত্র যীশুই আপনাকে দিতে পারেন, আপনি কি তা পেতে চান?

পরিকল্পনা

"আমি নিজে যা পেয়েছি তা সব চেয়ে দরকারী বিষয় হিসাবে তোমাদের দিয়েছি। সেই বিষয় হল এই- পবিত্র শাস্ত্রের কথামত খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য মরেছিলেন, তাঁকে কবর দেওয়া হয়েছিল, শাস্ত্রের কথামত তিন দিনের দিন তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করা হয়েছে" (১ করিন্থীয় ১৫:৩,৪)।

"এইজন্য আপনারা পাপ থেকে মন ফিরিয়ে ঈশ্বরের দিকে ফিরুন যেন আপনাদের পাপ মুছে ফেলা হয়; আর এতে যেন ঈশ্বর ... আপনাদের সজীব করে তুলতে পারেন" (প্রেরিত্‌ ৩:১৯)।

"সেই কথা হল, যদি তুমি যীশুকে প্রভু বলে মুখে স্বীকার কর এবং অন্তরে বিশ্বাস কর যে, ঈশ্বর তাঁকে মৃত্যু থেকে জীবিত করে তুলেছেন তবেই তুমি পাপ থেকে উদ্ধার পাবে; কারণ অন্তরে বিশ্বাস করবার ফলে ঈশ্বর মানুষকে নির্দোষ বলে গ্রহণ করেন আর মুখে স্বীকার করবার ফলে পাপ থেকে উদ্ধার করেন" (রোমীয় ১০:৯,১০)।

প্রার্থনা

"হে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, আমি জানি আমার জন্য তোমার ইচ্ছা হল যাতে আমি তোমার সাথে মিলিত হতে পারি এবং আলোতে জীবনযাপন করতে পারি। আমি স্বীকার করছি যে, আমার পাপ সমূহের কারণে আমি এই মুহূর্তে অন্ধকারে জীবনযাপন করছি। আমার এসব ভুলগুলোর জন্য আমি দুঃখিত এবং এখন আমি অন্ধকারে জীবনযাপন থেকে এবং আমার অতীত পাপপূর্ণ জীবন থেকে ফিরে আসতে চাই। আমি বিশ্বাস করি যে, তোমার পুত্র যীশু খ্রীষ্ট আমার পাপ সমূহের জন্য মারা গিয়েছেন, মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছেন এবং এখন জীবিত আছেন। আমার অন্তরে আসার জন্য আমি যীশুকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যাতে তিনি আমার সত্যিকারের আলো হন, আমার জ্ঞান-বুদ্ধি/বিচার-বুদ্ধিকে সঠিকদিকে/পথে পরিচালিত করেন এবং আমার জীবনের প্রভু হন। যীশুর নামে এই প্রার্থনা চাই, আমেন।"

: আরও বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন :

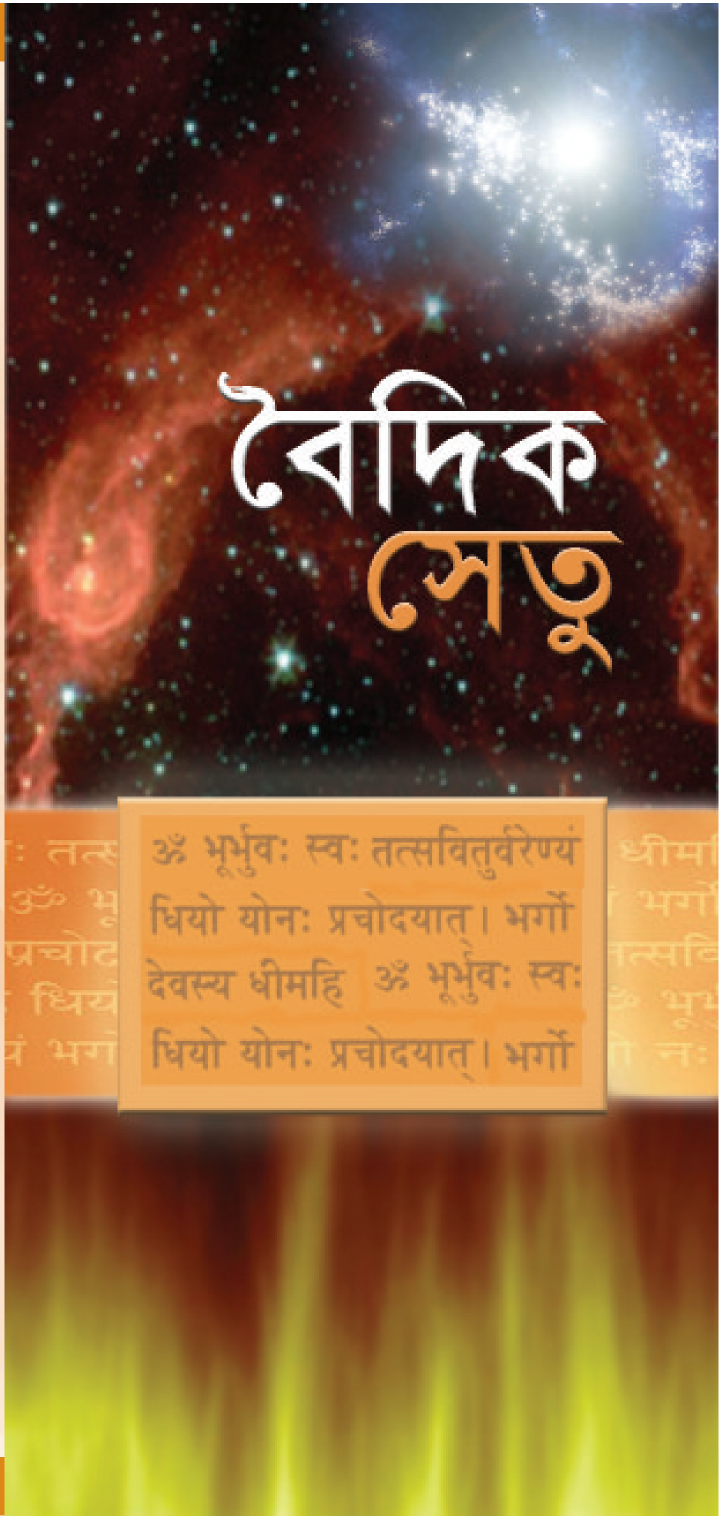

খ্রীষ্টের কাছে যাওয়ার বৈদিক সেতু

আপনি কি **‘গায়ত্রী মন্ত্র’** নামে প্রাচীন হিন্দু মন্ত্রটির বিষয়ে শুনেছেন? সেই মন্ত্রটি কি বলে তা কি আপনি জানেন? মন্ত্রটি বলে-

“হে ভগবান! তুমি জীবনদাতা, দুঃখ ও যন্ত্রণা দূরকারী, সুখদানকারী। ও, বিশ্বভূমণ্ডলের সৃষ্টিকর্তা, আমরা যাতে তোমার সর্বোচ্চ পাপ-ধ্বংসকারী আলোকে গ্রহণ করতে পারি, তুমি আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে সঠিক দিকে পরিচালিত কর।”

এই মন্ত্রের যে লাইনটি আমার কাছে সবচেয়ে বেশী উত্তেজনাকর, সেটি হল: “ আমরা যাতে তোমার সর্বোচ্চ পাপ-ধ্বংসকারী আলোকে গ্রহণ করতে পারি।” আমি আসলেই আনন্দে উত্তেজিত, কারণ যে প্রাচীন লোকেরা এই অংশটি লিখেছিলেন, তারা যে বিষয়ে কথা বলছিলেন, আমি তা খুঁজে পেয়েছি। আমি সেই “ পাপ-ধ্বংসকারী আলো”-কে খুঁজে পেয়েছি! প্রত্যেকেই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছার পথটি খুঁজে পেতে চায় এবং আমরা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার পথ খুঁজে পেতে চাই। এই “পাপ-ধ্বংসকারী আলো” সম্বন্ধে আমি যা খুঁজে পেয়েছি, সেই বিষয়টি কি আমি আপনার সাথে ভাগাভাগি করতে পারি?

সমস্যা

যে ঋষিরা গায়ত্রী মন্ত্র লিখেছিলেন, ঈশ্বরের পবিত্র শাস্ত্র, পবিত্র বাইবেল তাঁদের সেই কথাকে নিশ্চিত করেছে। বাইবেল বলে, *“সবাই পাপ করেছে এবং ঈশ্বরের প্রশংসা পাবার অযোগ্য হয়ে পড়েছে”* (রোমীয় ৩:২৩)।

গায়ত্রী মন্ত্রের লেখকেরা এবং পবিত্র বাইবেলের লেখকেরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল অন্তরের পাপ। তাই আমাদের সেই সর্বোচ্চ আলো দরকার, যে আলো আমাদের মধ্যেকার পাপকে ধ্বংস করবে!

প্রস্তুতি

ঈশ্বর জানেন আমরা আমাদের নিজেদের চেষ্টায় আমাদের পাপকে ধ্বংস করতে পারি না, তাই তিনি আমাদের কাছে সেই “পাপ-ধ্বংসকারী আলো”-কে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আর সেই “পাপ-ধ্বংসকারী আলো” আসার আগে সেই পথ প্রস্তুত করার জন্য ঈশ্বর একজন ‘গুরু’-কে পাঠিয়েছিলেন। সেই গুরুর নাম ছিল ‘যোহন’।

‘যোহন’ নামের এই গুরুর বিষয়ে পবিত্র বাইবেল এই কথা বলে: *“ঈশ্বর যোহন নামে একজন লোককে পাঠিয়েছিলেন। তিনি **আলোর** বিষয়ে সাক্ষী হিসাবে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন যেন সকলে তাঁর সাক্ষ্য শুনে বিশ্বাস করতে পারে। যোহন নিজে সেই **আলো** ছিলেন না কিন্তু সেই **আলোর** বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে এসেছিলেন”* (যোহন ১:৬-৮)।

যোহন কার জন্য পথ প্রস্তুত করেছিলেন?

গুরু যোহন আমাদেরকে সেই উত্তরটি দিয়েছেন। পবিত্র বাইবেল বলে, এক্ষুনি-

*“যোহন যীশুকে তাঁর নিজের দিকে আসতে দেখে বললেন, ‘ঐ দেখ ঈশ্বরের মেষ-শিশু, **যিনি মানুষের সমস্ত পাপ দূর করেন**। ইনিই সেই লোক যাঁর বিষয়ে আমি বলেছিলাম, আমার পরে একজন আসছেন যিনি আমার চেয়ে মহান, কারণ তিনি আমার অনেক আগে থেকেই আছেন। ... তিনি যেন ইস্রায়েলীয়দের কাছে প্রকাশিত হন সেইজন্য আমি এসে জলে বাপ্তিস্ম দিচ্ছি”* (যোহন ১:২৯-৩১)।

এছাড়া যোহন যীশুর বিষয়ে এই কথা বলেছিলেন, *“আমি তা দেখেছি আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ইনিই ঈশ্বরের পুত্র”* (যোহন ১:৩৪)।

ঘোষণা

যোহন বলেছিলেন যীশু এই পৃথিবীতে এসেছিলেন জগতের মানুষদের পাপ সমূহ দূর করার জন্য।

কিন্তু যীশু তাঁর নিজের বিষয়ে ঘোষণা করেছিলেন?

তিনি বলেছিলেন, “আমি এই জগতে **আলো** হিসাবে এসেছি যেন আমার উপরে যে বিশ্বাস করে সে অন্ধকারে না থাকে” (যোহন ১২:৪৬)।

পাপ হল অন্ধকার। আমাদের সেই আলো দরকার, কারণ আমরা অন্ধকারে, অর্থাৎ পাপের মধ্যে জীবনযাপন করছি। যীশু হলেন সেই “পাপ-ধ্বংসকারী আলো”।

আবার যীশু বলেছেন: *“আমিই জগতের **আলো**। যে আমার পথে চলে সে কখনও অন্ধকারে পা ফেলবে না, বরং **জীবনের আলো** পাবে”* (যোহন ৮:১২)।

সবশেষে তিনি বলেছেন: *“আলো আপনাদের কাছে থাকতে থাকতেই আলোর উপর বিশ্বাস করুন যেন আপনারা সেই আলোর লোক হতে পারেন”* (যোহন ১২:৩৬)।

যদি আমরা অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসতে চাই, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই যীশুকে অনুসরণ করতে হবে। যদি আমরা যীশুকে অনুসরণ করি, তাহলে তিনি হবেন আমাদের “পাপ-ধ্বংসকারী আলো”। তিনি আমাদেরকে “আলোর সন্তান” করবেন। আর এটা হবে আলোতে একটি নূতন জীবন।

যীশুর বিষয়ে যোহনের কথাগুলো এবং নিজের বিষয়ে বলা যীশুর কথাগুলো ছাড়াও, পবিত্র বাইবেল এমনকি আরও নিশ্চয়তা দেয় যে, যীশু হলেন সেই “পাপ-ধ্বংসকারী আলো”।

*“প্রথমেই বাক্য ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন এবং বাক্য নিজেই ঈশ্বর ছিলেন। আর প্রথমেই তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন। সব কিছুই সেই বাক্যের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল, আর যা কিছু সৃষ্ট হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে কোন কিছুই তাঁকে ছাড়া সৃষ্ট হয় নি। তাঁর মধ্যে **জীবন** ছিল এবং সেই জীবনই ছিল **মানুষের আলো**”* (যোহন ১:১-৪)।

“সেই বাক্যই মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন *এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন। পিতা ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র হিসাবে তাঁর যে মহিমা সেই মহিমা আমরা দেখেছি। তিনি দয়া ও সত্যে পূর্ণ”* (যোহন ১:১৪)।

*“সেই **আলো** অন্ধকারের মধ্যে জ্বলছে কিন্তু অন্ধকার আলোকে জয় করতে পারে নি”* (যোহন ১:৫)।

*“তিনি জগতেই ছিলেন এবং জগৎ তাঁর দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছিল, তবু জগতের মানুষ তাঁকে চিনল না। তিনি নিজের দেশে আসলেন, কিন্তু তাঁর নিজের লোকেরাই তাঁকে গ্রহণ করল না। তবে **যতজন তাঁর উপর বিশ্বাস করে তাঁকে গ্রহণ করল** তাদের প্রত্যেককে তিনি ঈশ্বরের সন্তান হবার অধিকার দিলেন। এই লোকদের জন্ম রক্ত থেকে হয় নি, শারীরিক কামনা বা পুরুষের বাসনা থেকেও হয় নি, কিন্তু ঈশ্বর থেকেই হয়েছে”* (যোহন ১:১০-১৩)।